দৈনিক ইনকিলাব

16

তারিখ 08 MAY 1987
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

১৪ই বৈশাখ, ১৩৯৪ বাং

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দেশে নতুন করে সমস্যা ও অশান্তি সৃষ্টি না করে শিক্ষা কমিশন বাতিল করুন

—শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন

॥ স্টাফ রিপোর্টার ॥ নতুন করে শিক্ষা কমিশন গঠনের কোন প্রয়োজন নেই। অতীতের কমিশনসমূহের রিপোর্টই যথেষ্ট। তার সারমর্ম নিয়ে শিক্ষা সমস্যার সমাধান ও এর সার্বিক উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। তাই নতুন শিক্ষা কমিশনের নামে বিভ্রান্তি, উত্তেজনা ও সমস্যা সৃষ্টির প্রয়াস হতে বিরত থেকে গঠিত শিক্ষা কমিশন বাতিল করুন। সরকারের প্রতি এ আহবান জানিয়েছে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন। গত মঙ্গলবার ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের এক সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ আহবান

শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

শিক্ষক সমিতি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জানানো হয়েছে।

সরকারী-বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার আড়াই লাখ শিক্ষকের প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের জাতীয় কমিটির এ সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়, এদেশে শিক্ষা সমস্যার সমাধান ও এর সঠিক উন্নয়নের লক্ষ্যে অতীতে বহু কমিশন, কমিটি ও পরিষদ গঠিত হয়েছে। এর পেছনে সরকারের লাখ লাখ টাকা ব্যয় হয়েছে, রচিত হয়েছে হাজার হাজার পৃষ্ঠার রিপোর্ট। তাই আর কমিশনের আবশ্যক নেই, এখন আবশ্যক বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা। ১৯৬২ সালে গঠিত মুনির কমিশন, '৬৯ সালে গঠিত নূরখান কমিশন, '৭৪ সালে গঠিত কুদরত-ই-খোদা কমিশন, '৭৮ সালে কাজী জাফর আহমদ শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালীন সর্বস্তরের শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে গঠিত জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ এবং মজীদ খানের শিক্ষানীতি ইত্যাদি বহু রিপোর্টই আমাদের সামনে বিদ্যমান। আমরা লক্ষ্য করেছি, প্রতিটি কমিশনকে কেন্দ্র করেই সৃষ্টি হয়েছে শিক্ষাঙ্গনে চরম উত্তেজনা, সরকারের জন্য সৃষ্টি হয়েছে নতুন নতুন সমস্যা।

মহামান্য প্রেসিডেন্ট এইচ, এম, এরশাদ শিক্ষক সমাজের সামাজিক মর্যাদা ও আর্থিক নিরাপত্তার লক্ষ্যে যে সকল যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাদের আস্থা অর্জন করেছেন এবং এর ফলে শিক্ষাঙ্গনে যে শান্তি বিরাজ করছে শিক্ষা কমিশনের নামে সেই শান্ত পরিবেশকে পুনঃ বিষিয়ে তোলা, উত্তেজনা সৃষ্টি করা আত্মঘাতী পদক্ষেপের শামিল হবে বলে আমরা মনে করি। তাই আমরা অবিলম্বে এই কমিশন বাতিলের আহবান জানাই এবং বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের প্রতিটি অংগসংগঠনের প্রতিনিধি, প্রফেসর আবুল কালাম আজাদের প্রাথমিক বিদ্যালয় সমিতির প্রতিনিধি এবং প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে মহামান্য প্রেসিডেন্টের নেতৃত্বে ছোট একটি কমিটি গঠন করতঃ অতীতের কমিশনগুলোর সারমর্মের ভিত্তিতে অবিলম্বে শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবী জানাই।

এ সভায় ফেডারেশনের সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা এম, এ, মান্নান, জয়েন্ট সেক্রেটারী জেনারেলগণ— অধ্যক্ষ এ, কে, এম, শহীদুল্লাহ, অধ্যাপক আলী রেজা, জনাব শহীদুর রহমান, অর্গানাইজিং সেক্রেটারী মাওলানা খোন্দকার নাসীরুদ্দীন, মাওলানা রূহুল আমীন খান, জনাব কাজী ফারুক, জনাব আজীজুল হক শাহ, অধ্যক্ষ মুনীর আহমদ, অধ্যক্ষ আবদুর রাজ্জাক, জনাব নূরুল্লাহ, জনাব লুৎফুর রহমান, অধ্যাপক জনাব আলী প্রমুখ ৫০ জন কেন্দ্রীয় ফেডারেশন নেতা উপস্থিত ছিলেন।